

মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নম্বরঃ ৪১৬

মুসনাদে উসমান বিন আফফান (রাঃ) [উসমানের বর্ণিত হাদীস] (مسند عثمان بن عفان)

আরবী

حَدَّثَنَا بِهِ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبَاحٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَهْلِي أُمَةً لَهُمْ رُومِيَّةٌ،
فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ
لِي غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٍّ يُقَالُ لَهُ:
يُوحَنَسُ، فَرَأَيْنَاهَا بِلِسَانِهِ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَعَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا
هَذَا؟ قَالَتْ: هُوَ لِيُوحَنَسٍ، قَالَ: فَرَفَعْنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ
مَهْدِيُّ: أَحْسَبُهُ قَالَ: سَأَلَهُمَا فَاغْتَرَفَا - فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ
لِلْفَرَّاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

ইসনাদে ضعیف لجهالة رباح، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: لست أعرفه ولا
أباه، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير
الحسن بن سعد، فمن رجال مسلم
وأخرجه أبو داود (2275)، والطحاوي 3 / 104، والبيهقي 7 / 402 - 403 من طرق
عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة بالمرفوع منه فقط
وسياأتي برقم (417) و (502). وقد روى هذا الحديث الطيالسي عن مهدي بن ميمون
دون ذكر الحسن بن سعد في السند، وسياأتي تخريجه برقم (467)
وقوله: "أن الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه من حديث أبي هريرة وانظر
(173)

وقوله: "ثم طَبَنَ لَهَا غُلَامٌ"، قال ابن الأثير في "النهاية" 3 / 115: أصل الطَبَنُ

والطَبَانَةُ: الْفِطْنَةُ، يَقَالُ طَبِنَ لَكَذَا طَبَانَةً فَهُوَ طَبِنٌ، أَي: هَجَمَ عَلَى بَاطِنِهَا وَخَبَرَ أَمْرَهَا، وَأَنَّهَا مَمْنُ ثَوَاتِيهِ عَلَى الْمَرَاوِدَةِ. هَذَا إِذَا رَوَى بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَإِنْ رُوِيَ بِالْفَتْحِ كَانَ مَعْنَاهُ خَبَّبَهَا وَأَفْسَدَهَا

وَرِاطَنُهَا: أَي كَلَّمَهَا بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُمَا
وَالْوَزْغَةُ: سَامٌ أَبْرَصٌ، يَرِيدُ أَنَّهُ أَبْيَضٌ أَشْقَرُ كُلُّونِ الرُّومِ

বাংলা

৪১৬। রাবাহ বলেন, আমার পরিবার আমাকে তাদের জনৈক রোমক দাসীর সাথে বিয়ে দিল। তার গর্ভে আমারই মত কালো একটা ছেলে জন্ম নিল। আমি তার নাম রাখলাম আবদুল্লাহ। এরপরে পুনরায় তার গর্ভে আমার মত কালো আরো একটা ছেলে ভূমিষ্ঠ হলো। আমি তার নাম রাখলাম উবাইদুল্লাহ। এরপর আমার পরিবারের আর একটি রোমক গোলাম- যার নাম ইউহান্স- দাসীটির কাছে সুদর্শন ও উজ্জ্বল মনে হলো। (অর্থাৎ ভালো লাগলো।) গোলামটি দাসীটির সাথে তার ভাষায় কথা বললো। (অর্থাৎ রোমক ভাষায়) এরপর দাসীটি এমন একটি সন্তান জন্ম দিল যেন তা একটি গিরগিটি। আমি বললাম, এ কী? সে বললোঃ এ সন্তান ইউহানসের। এরপর আমরা আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাঃ) এর নিকট বিষয়টি নিয়ে গেলাম।

(বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার মনে হয়, তিনি গোলাম ও দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা উভয়ে (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করলো। তখন আমীরুল মুমিনীন বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার অনুসারে তোমাদের দু'জনের বিচার করি, এতে রাজী আছ? অতঃপর তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচার করেছেন এভাবে যে, বিছানা যার সন্তান তার (অর্থাৎ বিবাহিত স্বামীর) আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। (বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার যতদূর মনে হয় তিনি উভয়কে বেদ্রাঘাত করেছেন। তারা উভয়েই ছিল দাস ও দাসী।)

[অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তাকে রজম করতে হবে। কিন্তু ব্যভিচারজনিত সন্তানের দায়িত্ব স্বামীর ঘাড়েই অপিত হবে অন্যান্য বৈধ সন্তানের মতই। -অনুবাদক।]

[আবু দাউদ-২২৭৫, মুসনাদে আহমাদ-৪১৭, ৪৬৭, ৫০২]

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63240>

📖 হাদিসবিডি প্রজেক্টে অনুদান দিন